সিরিয়ানা; সিনেমা হলেও সত্যি!

"'Syriana' is a very real term used by Washington think-tanks to describe a hypothetical reshaping of the Middle East."

সিরিয়ানা সিনেমাটি হচ্ছে ২০০৫এ মুক্তিপ্রাপ্ত, র্জজ ক্লুনি, ম্যাট ডেমন অভিনীত, একটি জিওপলেটিকাল থ্রিলার! একই সাথে পাশাপাশি কয়েকটি ঘটনা নিয়ে এই সিনেমার কাহিনী। আমেরিকার (তেল কোম্পানিগুলির) স্বার্থ, সি আই এ'র ইনভল্ভমেন্ট, ইরান আর লেবাননের ঘটনা সবই ছিল এই সিনেমার কাহিনীর অংশ।

গনতন্ত্রের নামে ইরাক, লিবিয়া'র তেল সম্পদের উপর একচেটিয়া দখলের পর একইভাবে সম্প্রতি সিরিয়ার জন্য (জিওপলেটিকাল কারনে) মার্কিন, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মায়াকান্না ও দরদ দেখে এই 'সিরিয়ানা' সিনেমার কাহিনী মনে পড়ে গেল। কি অদ্ভুত মিল বাস্তবের সাথে সিরিয়ানা'র! এই ক্ষেত্রেও পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্লট আছে আর আছে অনেকগুলি দেশের স্বার্থ সিরিয়ার এই ঘটনাবলির সাথে জড়িত।

আমেরিকাঃ নাটের গুরু আমেরিকা, র্জজ বুশের সেই সরকার বদল (regime change) এর প্রক্রিয়া এখনো চালিয়ে যাচ্ছে, তবে ওবামা'র আমলে অনেক চতুরতার সাথে, অনেক কম খরচে এবং সরাসরি হস্তক্ষেপ ব্যাতীত; যেমন লিবিয়ায় সরকার বদল হয়েছে!

প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়াঃ ইরাক ও আফগানিস্তানের চোরাবালিতে আটকে পরায় (bogged down) ও র্অথনৈতিক মন্দায় কাবু আমেরিকান প্রশাসন এখন সেনাবাহিনীর চেয়ে মিডিয়া ও সি, আই এ'র উপর এখন অনেক বেশী র্নিভরশীল। এই র্বতমান প্রক্রিয়ায় প্রচলিত যুদ্ধের তূলনায় র্অথ খরচ অনেক কম, আর লোকক্ষয় প্রায় শূন্য!

বারাক ওবামার আমলে প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়া, এই ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বর্পূন এবং অগ্রনী ভূমিকা রাখছে। আগে ছিল ফক্স আর স্কাই নিউজ, এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে আল- জাজিরা। আর আল-জাজিরা, চলতি পরিস্থীতিতে সাধারন মুসলমান জনগনকে বিভ্রান্ত করতে সাফল্যের সাথে বিরাট ভূমিকা রাখছে, যেমন রেখেছিল লিবিয়া'য়।

আমেরিকার অন্যতম অজ্ঞাবহ ভৃত্য কাতার'এ অবস্থিত, আল-জাজিরা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের বিরূদ্ধে মার্কিন, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে ফলপ্রসু অস্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেক্ষ্, কাতারে রয়েছে আমেরিকার বাইরে আমেরিকার সবচেয়ে র্দীঘতম রানওয়ে। এই রানওয়ে থেকেই আমেরিকান বিমান গত এক দশকের বেশী সময় ধরে ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালীয়ায় নিয়মিত বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

কয়েকমাস আগে বাহারাইনে যখন আমেরিকার সেবাদাস বাহরাইন ও সৌদি সরকার কয়েকশত বিক্ষোভকারীকে র্নিমম ভাবে হত্যা করেছিল, তখন কোথায় ছিল এইসব মিডিয়া আর মার্কিন, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মায়াকান্না ও দরদ? আবারও উল্লেখ্য বাহরাইন হচ্ছে আমেরিকার পঞ্চম নৌবহরের হোম বেইস!

মিডিয়া সন্ত্রাসীঃ র্বতমান বিশ্বে মিডিয়া'ই তাদের মালিকদের (যেমন রুর্পাট মারডক) স্বার্থে সন্ত্রাসী, ভালো-খারাপ এর সংজ্ঞা র্নিধারন করে থাকে। যেমন বাহরাইন আর ইরাকের মুক্তিকামী জনগন হচ্ছে সন্ত্রাসী বা টেররিস্ট! আর তাদের পক্ষের লিবিয়া এবং সিরিয়ার সন্ত্রাসীরা হচ্ছে মুক্তিকামী জনগন!

ইরাক আক্রমনের আগে এই মিডিয়াই সাধারন জনগনকে মগজধোলাই করেছিল; এই বলে যে, ইরাকে WMD আছে। যা কত বড় মিথ্যা তা পরর্বতীতে প্রমানিত হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপারে তাদের চিন্তা। সিরিয়ার র্বতমান বিশৃংখলা'র সুযোগে ইসরাইল চাচ্ছে সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ ধ্বংস করে দিতে! অন্যদিকে, ইসরাইলের পারমানবিক ও রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপারে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একেবারে নিশ্চুপ।

গত এক দশক ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই মিডিয়াই প্রতিটি আগ্রাসনের আগে পশ্চিমা দেশগুলির জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করে, আগ্রাসী যুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করেছিল এবং এখনও করে যাচ্ছে। সাদ্দাম, গাদ্দাফী বা আসাদের মত একনায়করা তাদের আগ্রাসনের জন্য সুর্বন সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে প্রতিবার।

সি আই এঃ সিরিয়ানা সিনেমার মত সি আই এ, এখানেও প্রতক্ষ্য ভাবে হস্তক্ষেপ করছে। আসাদের বিপক্ষ দলগুলিকে অস্ত্র ও র্অথ সাহায্য দিয়ে এবং মিডিয়ার সাহায্যে অনেক মিথ্যা বব্বরতার কাহিনী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে সিরিয়ায় আক্রমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেলেছে।

কিন্তু এইবার বাধা হয়ে দাড়িয়েছে রাশিয়া এবং চায়না। কারন রাশিয়া এবং চায়না খুউব ভালভাবেই জানে যে, সিরিয়ায় আমেরিকান পাপেট সরকার ক্ষমতায় আসলে, লেবাননের প্রতিরোধ বাহিনী হিজবুল্লাহ ও ইরানের আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সরকারের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-আমেরিকার আগ্রাসনের বিরূদ্ধে আর কোন কাযকরী দেশ থাকবে না।

ইরান, চায়না ও রাশিয়া (ইউরেশিয়ান এলায়েন্স)ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার আমেরিকা রাশিয়ার দূব্বলতার সূযোগে সেন্ট্রাল এশিয়ার তেলসমৃদ্ধ দেশগুলিতে মিডীয়া এবং অর্থের মাধ্যমে, গনতন্ত্রের নামে তাদের সেবাদাসদের ক্ষমতায় বসায়। ল্যান্ডলক এই সব দেশগুলির (কাজাকস্থান, আজারবাইজান, উজবেকিস্থান) তেল বা গ্যাস নেওয়ার জন্য তাদের দরকার 'এনার্জি করিডোর'। এখন পর্যন্ত আমেরিকা, আজারবাইজান থেকে জর্জিয়া ও তুরস্ক'র উপর দিয়ে BTC (বাকু, টিবিলিসি, কেইহান) pipeline এর মাধ্যমে তেল পেয়ে থাকে। ২০০৮ সালে সাউথ ইঙ্গুসিটিয়া, জর্জিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, রাশিয়ান ব্লকে চলে গেলে, এই পাইপলাইন রাশিয়ার তিন কিলোমিটার এর মধ্যে এসে যায়। বাস্তবিক অর্থে এই BTC (বাকু, টিবিলিসি, কেইহান) pipeline এর অস্তিত্ব এখন রাশিয়ার দয়ার উপর র্নিভরশীল।

ইরানে আমেরিকাপন্থী সরকার বসাতে পারলে, আমেরিকা এবং ইসরাইলের পোঁয়াবারো!

- এর মাধ্যমে ইউরেশিয়ান এলায়েন্স'কে অনেক দূব্বল করে দেওয়ার সাথে সাথে, ইরানের এর্নাজী রিসার্ভের উপর আমেরিকার র্কতৃত্ব চলে আসবে।
- সেন্ট্রাল এশিয়া'য় আমেরিকা তেলের র্কতৃত্ব নিরাপদ থাকবে।

- সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে ইরানের উপর দিয়ে নতুন এবং নিরাপদ এনার্জি করিডোর চালু হবে।
- সৌদীয়আরব সহ আমেরিকার সেবাদাস মধ্যপ্রাচ্যের সব অত্যাচারী রাজতন্ত্রের এক নম্বর শত্রু ইরান সরকার'এর উৎখাত হবে।
- ইসরাইলের অন্যায় দখলের একমাত্র প্রতিবাদকারী রাষ্ট্র ইরান (একইসাথে সামরিক এবং বিজ্ঞানে সবচেয়ে উন্নত এবং স্বাধীনচেতা মুসলিম দেশ) আবারো ইসরাইলের বন্ধু রাষ্ট্রে পরিনত হবে (শাহের আমলের মত)।
- লেবাননের প্রতিরোধ আন্দোলন 'হিযবুল্লাহ' খুবই দূব্বল হয়ে পড়বে।
- প্যালেস্টাইনের পক্ষে কথা বলা বা কাজ করার জন্য কোন দেশ থাকবে না।

শিয়া-সুন্নী বিভেদঃ বিশ্বের নিব্বোধ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য র্বতমানে প্রচলিত, মার্কিন, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ভাবিত সবচেয়ে কার্যকরী র্ফমূলা। মার্কিনীদের আজ্ঞাবহ মধ্যপ্রাচ্যের শাসকরা এই র্ফমূলা বিতরনের দ্বায়িত্ব নিয়েছে।

সিরিয়ার ক্ষেত্রে বার বার বলা হচ্ছে, বাশার আল আসাদ সংখ্যালঘু শিয়া অথচ বাহরাইনে সংখ্যালঘু সুন্নী শাসক যে একই রকম বা এর চেয়েও বেশী হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, বা প্যালেস্টাইনে যে গত ৪৫ বছর ধরে যে দখলদ্বারিত্ব বা অত্যাচার চলছে, সেই ব্যাপারে মার্কিন, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা আমাদের সবারই জানা আছে।

র্বতমানে মার্কিন, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে সিরিয়ার সরকারের পতন হলেই যে সিরিয়ার জনগনের অবস্থা ভাল হবে তার সম্ভাবনা খুবই কম। ইরাকে মার্কিন, ব্রিটিশ এবং লিবিয়ায় মার্কিন, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতক্ষ্য মদদে সরকার পরির্বতনের পর যে দেশগুলির কি করুন অবস্থা, মিডিয়া তা ফোকাস না করলেও আমাদের সবারই তা জানা।

তৃতীয় বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সাদ্দম, গাদ্দাফী, আসাদ, কিম ইল সুং এর মত একনায়ক নেতারা প্রথম এক দশক দেশের জন্য অনেক ভাল কাজ করলেও,ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লোভে যখনই তারা পরিবারতন্ত্র স্থাপন করতে গিয়েছেন, সেইদিন থেকেই তাদের পতনের রাস্তা তৈরী হয়ে গ্যাছে।

কামাল আতার্তুক, জামাল আব্দেল নাসের, এমনকি মাওসেতুং'ও তাদের পরিবারের কাউকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করেন নাই, তাই আজও তারা তাদের দেশে সম্মানিত।

আমাদের জাতীয় নেতারা, সোহরোর্য়দী, শেরেবাংলা, ভাসানী, বঙ্গবন্ধু, জিয়াউর রহমান কখনও তাদের নিকটাত্মীয়দের মূল ক্ষমতার অংশ করেন নাই। তাই আজও তারা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে সম্মানের আসনে সমাসীন।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে, "ইতিহাস থেকে কেউ কোন দিন শিক্ষা নেয় না"। আমি জানি না তৃতীয় বিশ্বে পরিবারতান্ত্রিক একনায়কদের করুন পরিনতি দেখে আমাদের দেশের নেত্রীরা কি কিছু শিক্ষা নেবেন!

আজ ২৩ জুলাই, সাম্রাজ্যবাদের বিরূদ্ধে যিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় চরদের হাতে নিহত, মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রি, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদের জন্মদিন। শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

তথ্যসূত্রঃ

Media Control: Noam Chomsky
*www.**huffingtonpost**.com/*
http://www.informationclearinghouse.info/

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনি ২৩ জুলাই ২০১২ victory1971@gmail.com